মুজিবনগরে নিষিদ্ধ ইনজেকশন ও অবৈধ ভারতীয় মালামালসহ চার চোরাকারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ফেনসিডিল, এক্যুরিয়াম ফিস ও নিষিদ্ধ ইউরিফেলিট্রপিন ইনজেকশনসহ চার চোরাকারবারী কে আটক করেছে বিজিবি।

বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার ভোর ৪ টার দিকে মুজিবনগর বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর বাজারে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে ৬২৬ টি নিষিদ্ধ ইউরিফেলিট্রপিন ইনজেকশন, ৭৫০ পিস এক্যুরিয়াম মাছ, ৫ বোতল ফেন্সিডিল ও ২ টি মোটরসাইকেলসহ ৪ চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটককৃত হলো- মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস পূর্বপাড়ার জহির খাঁ এর ছেলে মানিক (২০), মৃত নূরবকস্ এর ছেলে লাল্টু মিয়া (৩৫), রিয়াজ মল্লিকের ছেলে জাকিরুল হোসেন (৩৩) এবং সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের লৎফর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩৫)।

দুপুরে বিজিবি আটককৃত মালামালসহ আসামীদের মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছেন

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আজ দুপুরে মুজিবনগর বিজিবি ৪ জন আসামিসহ জব্দকৃত মালামাল মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে ব্র্যাক কর্মসূচি পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশন ও মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশন ও মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান এবং মেহেরপুর ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা ব্র্যাক মুজিবনগর কার্যালয় পরিদর্শন করে সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে অবগত হন এবং সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশনে

উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে কথা বলেন এবং ব্যাকের মাঠ পর্যায়ে টিবি রোগ চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন এবং জেনে কার্যক্রমের প্রসংশা করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার ওপর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা সেবিকাদের সঠিক নিয়মে ডটস প্রদান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়াও এসময় ব্র্যাক জেলা সমম্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ডিসিট্রিক্ট ম্যানেজার অচিন্ত কুমার বোস, মাইক্রোফাইনান্স (দাবি) কর্মসূচীর এরিয়া ম্যানেজার মোঃ জসিম উদ্দিন, ম্যানেজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ম্যানেজার (বিসিইউপি) মোঃ আল আমিন বিশ্বাস,শাখা হিসাব কর্মকর্তা আব্দস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সার সংকট সমাধানে কৃষকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে সার সংকটের সমাধানে মানববন্ধন করেছেন কৃষকরা। আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ও জেলা যুব দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, ষোলটাকা গ্রামের কৃষক সামছুল হক, বক্তব্যে বলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন যোগদান করার পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অফিস পরিচালনা করে আসছেন। তিনি গাংনী কৃষি অফিসে ২০২৩ বিসিআইসি ডিলারদের সাথে সুবিধা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ করেন। ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার, পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অর্থ, কৃষি খামার যন্ত্রপাতি (মেশিনারীজ) বিক্রয়, বিভিন্ন কৃষি প্রনোদনাসহ প্রদর্শনী প্লটের কেলেংকারী ও নানা অনিয়ম দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে কৃষি কর্মকর্তার দূর্নীতি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৬ বছর এক টানা আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকার কারনে তাদের অনুগত বিসিআইসি ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরী করে কালো বাজারে বেশি দামে সার বিক্রয় করছেন। স্বৈরাচার সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের অনুগত ডিলারগণ সারের কৃত্রিম সংকট করছে বলেও বক্তব্য দেন তারা।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ইমরান হোসেন জানান, সারের কোন সংকট নেই। বিসিআইসি ডিলাররা সার উত্তোলন করে বিএডিসি ও সাব ডিলারাদের মাঝে সরবরাহ করছেন, সার চাষীরা হুচুগে পড়ে একই কৃষক তাদের পরিবারের আইডি কার্ড নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার কিনে রাখছেন বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এমনটা হলে তদন্ত করে আইনগত

ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, সরকারী ভাবে সারের কোন সংকট নেই। যদি কোন ডিলার বেশি দামে সার বিক্রয় করে তাহলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

“এসো সবাই ঐক্য গড়ি, সবার অধিকার রক্ষা করি” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার আয়োজনে আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের হল রুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার আগে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনার স্থানে এসে শেষ হয়।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক রফিক উল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. গাজী রহমান।

এসময় তারা মানবাধিকার রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন।

ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোছাঃ দিলারা পারভীনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদসহ

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ এলাকার দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল সোমবার (৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি টিম গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া বাজার ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের পাশে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে সেন্টু হোসেন (২৯) ও একই গ্রামের গোলাম জাকারিয়ার ছেলে সেলিম হোসেন (৩০)।

ডিবি পুলিশের এসআই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে তেঁতুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

এসআই আশরাফ জানান, ভারত সীমান্ত থেকে ফেনসিডিলের একটি চালান আসছে এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের খবর টের পেয়ে ওই মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরে তাদের তেঁড়ে ধরা হয়।

উপপরিদর্শক আশরাফ আরও জানান, গ্রেফতারকৃত সেন্টুর বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৪ টি ও সেলিম রেজার বিরুদ্ধে একটি মামলা আদালত বিচারাধীন রয়েছে। তাঁরা এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পুলিশের তালিকাভুক্ত।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে রাতেই গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা-কাদেরসহ হত্যা মামলার আসামি মেহেরপুরের ১১ জন

ছাত্র-জনতার গণঅভূত্থানে রাজধানীর উত্তরায় নিহত হন মো. আলী হুসেন। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৮৯ জনের নামে মামলা হয়েছে। যেখানে নাম রয়েছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলসহ ১১ জনের।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে নিহতের আত্মীয় মো. মফিজুল ইসলাম সানা ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট (উত্তরা পূর্ব) আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। সিআর মামলা নম্বর – ৪৪/২০২৪ ।

মামলাটিতে আসমিদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা থেকে রয়েছেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল (আসামি নম্বর ১৪১) ও তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল (আসামি নম্বর ১৪২), সদ্য সাবেক মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু (আসামি নম্বর ১৪৩) ও তার ভাই মোঃ শীলু (আসামি নম্বর ১৪৪), মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আসামি নম্বর ১৪৫), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান (আসামি নম্বর ১৪৬), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক অপর সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন (আসামি নম্বর ১৪৮), মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসূল (আসামি নম্বর ১৪৯), মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাসিম বিল্লাহ মতু (আসামি নম্বর ১৫০), সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান নবাব (আসামি নম্বর
১৫১) ও জিনারুল গাজীর ছেলে মুরশিদ আলম লিপু (আসামি নম্বর ১৫২)।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই, আসামিরা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে, আর্থিক সহযোগিতা, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত থেকে আাসামী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের , তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , আইনমন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন

কর্মকতাদের নির্দেশনায় বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও উল্লেখিত আসামীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটনের উত্তরা-পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত হয়ে অবস্থান নেয়। এর পর হতে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা এর মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ছাত্র জনতার উপর অর্তকিত গুলি হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অবস্থানরত মো: আলী হুসেনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তাহার পেট, বুক ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সে মহাসড়কের উপরে পড়ে থাকে।

এমতাবাস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরবর্তী কোন এক সময় সঙ্গীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা মধ্য থেকে স্বাক্ষীগন সহ কয়েকজন ছাত্র জনতা এসে মো. আলী হুসেনকে হাত পা ধরে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. আলী হুসেনকে মৃত ঘোষণা করে।

মেহেরপুরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুরে দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক” প্রকল্পের শিক্ষকগণের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ডিসেম্বর) সকাল ৯টার সময় মেহেরপুরে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দারুল

আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা” শীর্ষক প্রকল্পের বিদ্যমান ০৬ টি মাদ্রাসার ১২ জন শিক্ষকের রিফ্রেসার্স কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক উপসচিব মোঃ আব্দুস সবুর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।

আর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মোঃ আমানুল্লাহ।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আজ (৯ ডিসেম্বর) সোমবার সকাল দশটার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।



বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ডাঃ মহী উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারি পরিচালক বুলবুল আহমেদ।

এর আগে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা ও দুর্নীতি দমন পতাকা উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহেনাজ জাতীয় সঙ্গীতের সুরে শিল্পকলা একাডেমীর সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাদির হোসেন শামীম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মুয়ীদুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আশিক রাব্বি।

মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের

অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে ১ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ছয়টার সময় মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর বাজারে বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমানের মেসার্স অলিল এন্ড ব্রাদার্স এর গোডাউনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমান অনুমোদিত লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে না পারায় এবং বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য জেলা বা উপজেলায় বিক্রয় না করতে, সারের মূল্য তালিকা টানাতে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার, বীজ বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে, মেয়াদোত্তীর্ণ সার বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ ও তামিমুর রহমান তুষার।

এছাড়াও মুজিবনগর থানার এস আই আশরাফুল এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ও কৃষি অফিসের অন্যন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করেন।

গাংনীতে মাইকের উচ্চ শব্দে অতিষ্ট জনজীবন

মেহেরপুরের গাংনীতে উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর কারনে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। একই সাথে অতিষ্ঠ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি রোগীরাও। প্রশাসনিক ভুমিকা না থাকায় বেপরোয়া ভাবে প্রায় সব সময়ই উচ্চ শব্দে মাইক বাজানো হচ্ছে। উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর বিরুদ্ধে বারবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি এমন অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যেরাত পর্যন্ত উচ্চ শব্দে মাইক বাজিয়ে রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের কর্মসূচি, ভোগ্যপণ্য, ডাক্তারের সন্ধান, গরু-ছাগল হারানো সহ নানা প্রচারণা চালানো হয়। ফলে সড়কের পাশে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমার দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

মাইকের উচ্চ আওয়াজে শিক্ষার্থীরা রাতের বেলায় যেমন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না তেমনি রোগী ও তার স্বজনা মাইকের শব্দে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের অবহেলা আর নিস্ক্রিতার কারনে বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র মাইকের ব্যবহার বাড়ছে। এতে করে শ্রবন শক্তি হারানোর পাশাপাশি নানা সমস্যায় পড়ছে এলাকাবাসি।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শব্দ দূষণে শরীরের প্রথম আক্রান্ত হয় কান এবং শ্রবণশক্তি, অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকেন তারা ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারাতে থাকেন। শব্দদূষণের কারণে শিশু মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে। অতিরিক্ত শব্দে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, মানসিক অসুখের ঝুঁকি বাড়ায় এছাড়া মানসিক ক্লান্তি উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুবিক সমস্যা, অমনোযোগিতা সৃষ্টি এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস করে। ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে শব্দদূষণের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই মাইকে নানা প্রচার প্রচারনা শুরু। মাইকের শব্দে কান ঝালাপালা অবস্থা। সঙ্গে আছে গাড়ির হর্নের শব্দ দূষণ। এই শব্দ দূষনের যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি চাই।

গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, এখন পরীক্ষা

চলছে। দিন রাত্রী সমানতালে মাইক বাজানো হচ্ছে। মাইকের আওয়াজে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায় না।

গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর ফলে ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। একারণে পাঠদান ব্যহত হয়। তাই উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন তিনি।

আইনজীবিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫এর ক্ষমতাবলে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং বিধিমালায় ‘নীরব’ ‘আবাসিক’, ‘মিশ্র’, ‘বাণিজ্যিক’ ও ‘শিল্প পাঁচটি এলাকা চিহ্নিত করে শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

বিধিমালার আওতায় নীরব এলাকায় দিনে (ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা) ৫০ ডেসিবেল ও রাতে (রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা) ৪০ ডেসিবলের বেশি আওয়াজ করা যাবে না। একইভাবে আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫ ও রাতে ৪৫ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ও রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ দেখভাল না করার কারনে যত্রতত্র মাইক বাজানো হচ্ছে।

কয়েকজন মাইক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ক্রেতা ও শ্রতাদেরকে আকৃষ্ট করতে উচ্চ শব্দে মাইক বাজাতে হয়। সবাই তো মাইক বাজাচ্ছে, তাই আমরাও বাজাচ্ছি। মাইক বাজাতে প্রশাসনের অনুমতি নেয়া হয় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাইক বাজাতে অনুমতি নেওয়া লাগে নাকি। বাজারে যেভাবে মাইক বাজানো হয় ঠিক সেভাবেই প্রশাসনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তো মাইক বাজানো হয়।

এবিষয়ে কথা বলতে পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফ্ফর হোসের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি ফোন (রিসিভ করেননি) ধরেন নি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আবারো বলা হবে। জনসচেতনার জন্য এবিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য আহবান জানান তিনি।

উচ্চশব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন বিষয়টা দেখছি।